বন্যাপূর্ব, বন্যাকালীন ও বন্যাউত্তর পানি ও পায়খানা সমস্যা মোকাবিলার জন্য জনগনের জানার ও মানার জরুরী বিষয় সমূহ

সচেতনতা বৃদ্ধির
প্রশিক্ষণ মডিউল

ISDCM

INTEGRATED SERVICE FOR DEVELOPMENT OF CHILDREN AND MOTHERS

House # 27/KA (1st floor), West Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
Tel: 8118659, 8125365
E-mail: isdcm@bdbiz.net
Web: www.isdcm-bd.org

বন্যাকালীন পানি ও পায়খানা সমস্যা মোকাবিলার জন্য জনগণের জানার ও মানার জরুরী বিষয় :

- বন্যার সময় জনগণ পানীয়জল ও পায়খানার সমস্যায় পতিত হয়।

- কিছু জরুরী বিষয় জানা থাকলে এবং সেগুলো পালন করলে জনগন পাণীয় জল ও পায়খানার সমস্যা নিজেরাই অনেকটা সমাধান করতে পারেন।

- এ বিষয়গুলোর কিছু বন্যার আগে, কিছু বন্যার সময় এবং কিছু বন্যার পরে করণীয়।

- এ করণীয় বিষয়গুলোর উপর লিফলেটে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

পর্ব - ১ ঃ বন্যার পূর্বে প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা / কার্যাবলী

পানীয়জল সংক্রান্ত ঃ

<u>নলকূপ উচুঁকরন</u>

- নলকূপ বন্যার সময় যেন উচুঁ করা যায় তার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে দুটি একফুট লম্বা ১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের জি,আই পাইপ ও দুটি সকেট কিনে রাখতে হবে।
- প্রথমে একটি পাইপ ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে দুটি পাইপ ব্যবহার করে নলকূপ বন্যার সময় উচুঁ করতে হবে। এ কাজ করার যন্ত্রপাতি (স্লাইড রেঞ্চ /পাইপ রেঞ্চ স্থানীয়ভাবে মিস্ত্রিদের নিকট পাওয়া যাবে।
- বন্যার পানি নেমে গেলে পাইপ ও সকেট খুলে নলকূপ পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসতে হবে।
- পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য পাইপ ও সকেটগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করে ও শুকিয়ে, গ্রীজ বা পোড়া মবিল মেখে পলিথিন পেপার দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে যাতে মরিচা না পড়ে।

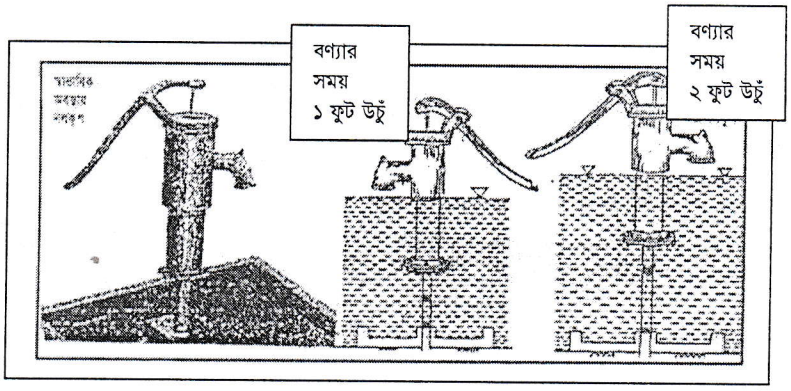

বৃষ্টির পানি সংগ্রহঃ

- প্রয়োজনে যেন বন্যার সময় বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করা যায় সেজন্য বর্ষার পূর্বেই বাড়ীর ছাদ এবং ঘরের চালা ভালোভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

পাতকূয়া উচুঁকরন

- পাতকূয়ার উপরিভাগ যেন মাটির তল থেকে চারফুট উচুঁ থাকে সে জন্য পাতকুয়ায় অতিরিক্ত রিংসংযোগ করে পাতকূয়াকে উচুঁ করতে হবে।

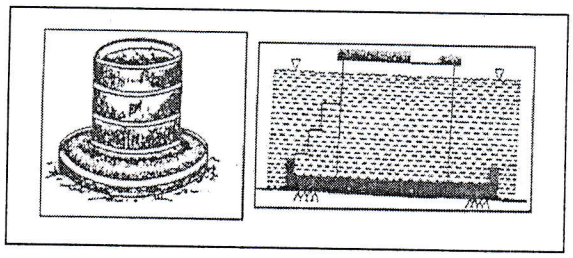

পুকুর, খাল ও বিলের পানি শোধন

- প্রয়োজনে বন্যার সময় যেন পুকুর, খাল ও বিলের পানি শোধন করা যায় সে জন্য প্রস্তুতি হিসাবে প্রতি পরিবার ১ কেজি ফিটকিরি এবং আধা কেজি ব্লিচিং পাউডার কিনে যথাযথভাবে আলাদা আলাদা প্লাস্টিকের ঢাকনা দেওয়া পটে সংরক্ষণ করতে পারে। ব্লিচিং পাউডার অবশ্যই যেন সাদা ঝরঝরে এবং তীব্র গন্ধযুক্ত হয়। যে পটে রাখা হবে সেটাতে যেন অবশ্যই বাতাস প্রবেশ করতে না পারে।

পায়খানা সংক্রান্ত ঃ

- একটি বাড়িতে যতগুলি জলাবদ্ধ পায়খানা আছে বন্যার পূর্বে প্রত্যেকটি এমন ভাবে উচুঁ করতে হবে যেন ২-৩ ফুট পর্যন্ত পানি উঠলেও ব্যবহার উপযোগী থাকে। সেজন্য প্রয়োজন মত অতিরিক্তি ২-৩ টি কংক্রিট রিং উপরে স্থাপন করে শক্ত আটসাট মাটির ঢিবি দিয়ে চারিদিকে এমন ভাবে বাঁধতে হবে যেন বন্যার পানিতে তা' ধূয়ে না যায় এবং রিং এর ফাঁক বেরিয়ে না যায়।

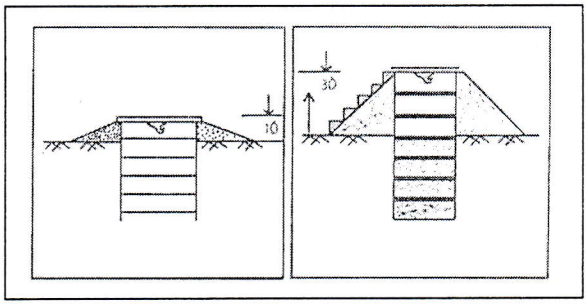

- বন্যার সময় প্রতি দুই পরিবারের জন্য একটি উচুঁ জলাবদ্ধ পায়খানা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন অনুসারে পায়খানা না থাকলে বা স্থাপন করা সম্ভব না হলে যে কয়টি পায়খানা স্থাপন করা সম্ভব বন্যার পূর্বেই সে কয়টা স্থাপন করা দরকার। তবে একটি পুরুষের এবং একটি মহিলা ও শিশুদের ব্যবহারের জন্য কমপক্ষে দুটি পায়খানা তৈরী করা প্রয়োজন।
- বন্যার পূর্বেই পরিবারের বৃদ্ধ এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী লোকের জন্য বাকেট পায়খানা তৈরী করে নেয়া যায়।

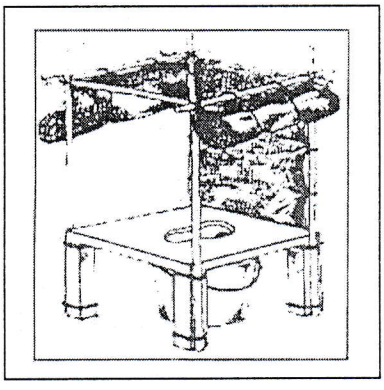

পর্ব - ২ ঃ বন্যাকালীন কার্যক্রম ঃ পানীয়জলের ব্যবস্থা

- প্রয়োজনমত পাইপ দিয়ে নলকূপ উচুঁ করে নিতে হবে।
- সব নলকূপ অকেজো হয়ে গেলে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে।
- সংগ্রহ করা বৃষ্টির পানি দু পরতা শুকনো পরিষ্কার পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে ভালো হয়।
- তবে যদি কোন কারনে সংগৃহীত বৃষ্টির পানি দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে ঐ পানি (ছাঁকা বা আছাঁকা) পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি বা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে জীবানুমুক্ত করা প্রয়োজন।

  - প্রতি ২০ লিটার পানির জন্য চা-চামচের ১/৪ ভাগ ব্লিচিং পাউডার প্রয়োজন । ব্লিচিং পাউডার পানিতে ভালোভাবে গুলিয়ে পানির পাত্র ঢেকে রাখতে হবে এবং আধা ঘন্টা পর পানি পানের উপযুক্ত হবে।

  - পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি দিয়ে পানি জীবানুমুক্ত করতে হলে বড়ির গায়ে যেভাবে নির্দেশ আছেসেভাবে করতে হবে। কতটুকু পানিতে কয়টি বড়ি দিতে হবে তা' বড়ির উপর মোড়ানো কাগজে লেখা থাকবে।

বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করার বিভিন্ন ছবি

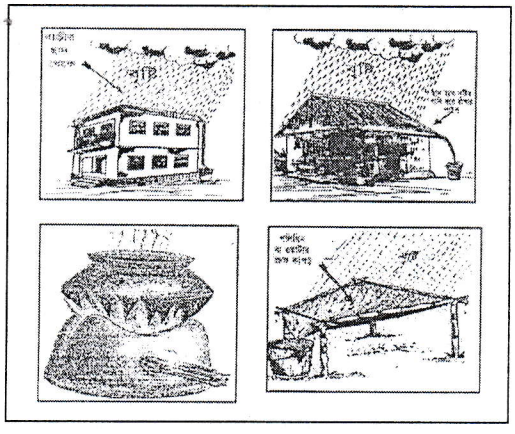

- নলকূপের পানি বা বৃষ্টির পানি পাওয়া না গেলে খাল বিলের পানি বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে।
- পানিকে পরিপূর্ণভাবে টগবগিয়ে ফুটিয়ে নিন। কলেরা ও আমাশয় রোগের জীবানু ধ্বংস করার জন্য পানিকে আরও পাচঁ মিনিট টগবগিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এরপর পানি ঠান্ডা হলে দু পরতা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে পানি পান করা যাবে।

- ফিটকিরি ও ব্লিচিং পাউডার দিয়েও পানি বিশুদ্ধ করা যায়।

- প্রথমে ১টি কলসির ভিতর ২০ লিটার পানিতে চা-চামচের ১/২ ভাগ ফিটকিরি মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে।

-ফিটকিরি পানিতে পুরোপুরি মিশে গেলে থিতানোর জন্য ১ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ১ ঘন্টা পর উপরের পরিষ্কার পানি (প্রায় ৯০%) আরেকটি পাত্রে/ কলসিতে ঢালতে হবে। তলানিসহ নীচের পানি ফেলে দিতে হবে। অথবা পুরো ২০ লিটার পানি দু'পরত কাপড় দিয়ে ছেঁকে অন্য একটি পাত্রে / কলসিতে ঢালতে হবে।

- এখন ছাঁকা পানি ১/৪ চা-চামচ পরিমান ব্লিচিং পাউডার বা নির্দেশ অনুযায়ী বড়ি দিয়ে জীবানুমুক্ত করতে হবে। ব্লিচিং পাউডার বা বড়ি মিশানোর আধা ঘন্টা পরে পানি পানির উপযোগী হবে। পাউডার বা বড়ি মিশানোর পর কলসি বা পাত্র সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

-ফিটকিরি না থাকলে মোটামুটি পরিষ্কার খাল বিলের পানি দু'পরত কাপড় দিয়ে অন্ততঃ দু'বার ছেঁকে নিতে হবে। এরপর ২০ লিটার ছাঁকা পানিতে ১/২ চা-চামচ পরিমান ব্লিচিং পাউডার বা নির্দেশের চেয়ে দ্বিগুন বড়ি ভালোভাবে মিশিয়ে পাত্রের মুখ অন্ততঃ ১ ঘন্টা বন্ধ রেখে পানি জীবানু মুক্ত করতে হবে।

- ব্লিচিং পাউডার বা বড়ি না থাকলে ফিটকিরি দিয়ে প্রথমে পানি থিতিয়ে পরে অন্ততঃ দু'বার দুপরত কাপড় দিয়ে ছেঁকেও মোটামুটিভাবে পানি বিশুদ্ধ করা যায়।

- ফিটকিরি বা ব্লিচিং পাউডার বা বড়ি বা অন্য কোন জীবানুনাশক কিছুই না থাকলে এবং ফুটিয়ে নেওয়ার সুবিধা না থাকলে মোটামুটি পরিষ্কার খাল বিলের পানি অন্ততঃ তিনবার ২ পরত পরিষ্কার, শুকনো এবং পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে ৩/৪ ঘন্টা স্বচ্ছ বোতলে বা খোলা পাত্রে রোদে রেখে দিলে পানি মোটামুটি দুষণমুক্ত হবে।

পায়খানার ব্যবস্থা ঃ

- সম্ভব হলে বন্যাকালীন অবস্থায়ও জলাবদ্ধ পায়খানা উচুঁ করতে হবে।
- বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ড্রাম লেট্রিন নির্মাণ করা যায়। ২০০ লিটার (৪৫ গ্যালন) মাপের তেলের খালি ড্রামের একটি দিক কেটে ফেলতে হবে, ড্রামের খোলা দিকটি মাটির নীচে যতটুকু সম্ভব গর্ত করে বসাতে হবে। ড্রামের ২০" বা তারও

বেশী মাটির উপরে রাখতে হবে এবং ড্রামের উপরের প্রান্ত পায়খানায় বসার জন্য পরিমান মত কেটে ফেলতে হবে।

ড্রাম ল্যাট্রিন

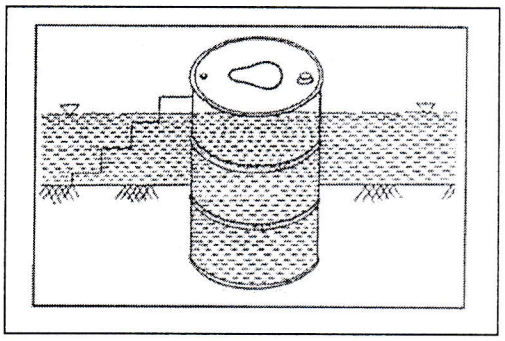

- তরজা ল্যাট্রিন নির্মণ করেও সাময়িকভাবে বন্যার সময় পায়খানা সমস্যা মোকাবিলা করা যায়।একটি বাড়ীর সকল পরিবারের জন্য একটি তরজা ল্যাট্রিন যথেষ্ট, তবে মহিলাদের জন্য আলাদা তরজা ল্যাট্রিন থাকা উত্তম।

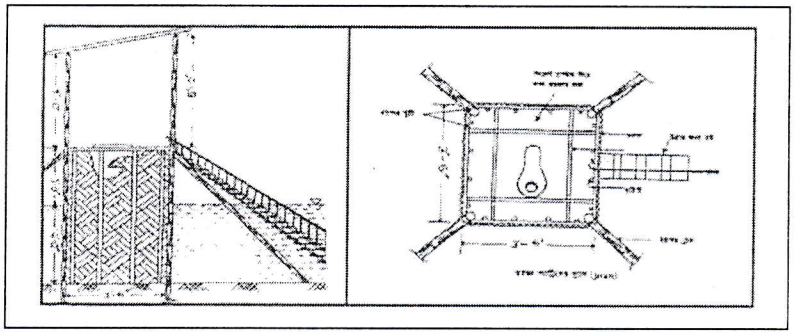

পর্ব - ৩ঃ বন্যা উত্তর কার্যক্রম

বন্যা আক্রান্ত পানির উৎস ঃ

- বন্যার পানি নেমে গেলে নলকূপের এবং পাতকূয়ার পাটাতন, ড্রেন ও আশ-পাশ ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং পানি যেন জমে না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ সকল যায়গায় কিছু ব্লিচিং পাউডার ছিটিয়ে দিলে ভাল হয়।
- নলকূপ উচুঁ করা হয়ে থাকলে পাইপ খুলে পূর্বের অবস্থায় নিয়ে আসতে হবে।নলকূপ থেকে দূষিত পানি একাধারে কমপক্ষে ৩০ মিনিট খুব ঘন ঘন চেপে বের করে দিতে হবে।
- পাতকূয়া থেকে দূষিত পানি সম্পূর্ণভাবে ফেলে দিতে হবে। পাতকুয়া পানি ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই নতুন পানিকে দূষণমুক্ত করার জন্য আধা কেজি ব্লিচিং পাউডার পাঁচ বালতি পানিতে পাঁচ ভাগে মিশিয়ে নিতে হবে এবং তলানি পড়া পর্যন্ত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তলানি বাদ দিয়ে উপরের অংশ কূয়ায় ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিতে হবে। এরপর ২৪ ঘন্টা অপেক্ষা করার পর পানি ব্যবহারের উপযোগী হবে।

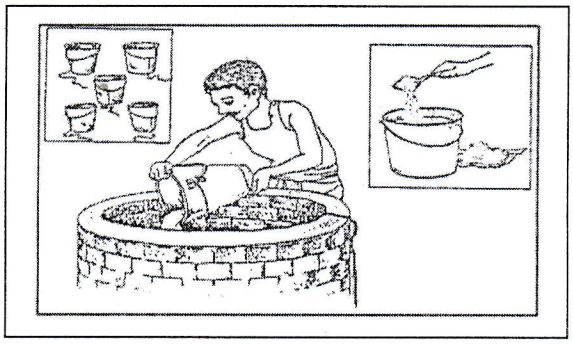

- পুকুরের সব আবর্জনা তুলে ফেলে যথা সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলতে হবে যেন আবর্জনা পচেঁ পানি দূষিত না হয়ে পড়ে।

বন্যা আক্রান্ত পায়খানা ঃ

- বন্যার আগে বা বন্যার সময় উচুঁ করা পায়খানা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিতে হবে। মাটির ঢিবি যদি পানিতে আংশিক বা পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে নতুন মাটি দিয়ে ভরাট করে ঠিক করে নিতে হবে।
- পায়খানা থেকে মল যদি ছড়িয়ে পড়ে তবে সম্ভব হলে মল পায়খানার গর্তে বা প্রয়োজনে কাছাকাছি নূতন গর্ত করে কোদাল দিয়ে টেনে ছেঁচে গর্তে ফেলতে হবে এবং উপরে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে। আর যদি মল গর্তে ফেলা সম্ভব না হয় তবে যেভাবে আছে সে অবস্থায়ই মাটি দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন দেখা না যায় এবং মাছি বা অন্য কোন প্রাণী আকৃষ্ট না হয়।
- পায়খানার গর্ত, স্লাব, রিং, লাইনিং বা ঘর যদি বন্যায় আংশিক বা পুরোপুরি লন্ড ভন্ড হয়ে যায় তবে সম্ভব হলে মেরামত করে বা প্রয়োজনে পূনঃ নির্মাণ করে ব্যবহার করতে হবে। মেরামত বা পূনঃ নির্মাণ সম্ভব না হলে জলাবদ্ধ পায়খানার ক্ষেত্রে স্লাবটি এবং অন্ততঃ একটি রিং দিয়ে সাময়িক ব্যবহারের জন্য একটি পায়খানা নির্মাণ করতে হবে।

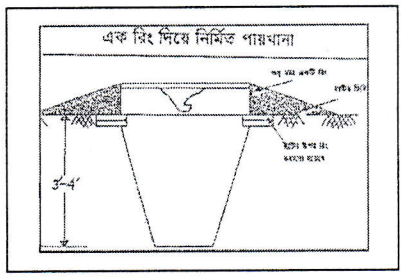

- ড্রাম দিয়ে পায়খানা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর ড্রামের ভিতর মাটি ফেলে মল মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে ১৮ মাস রেখে দিতে হবে। এরপর ড্রাম সরিয়ে মাটি হয়ে যাওয়া মল ফেলে দেওয়া যাবে বা সার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
- তরজা ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়ে থাকলে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর ভিতরের মল উপর থেকে মাটি ফেলে চাপা দিয়ে ১৮ মাস রাখতে হবে। ল্যাট্রিন যদি ভরে না গিয়ে থাকে তবে প্রয়োজনীয় মেরামতের পর পরের বছর ল্যাট্রিনটি পূনঃ ব্যবহার করা যাবে। যদি ভরে গিয়ে থাকে তবে ১৮ মাস পর মল মাটিতে রুপান্তরিত হলে এক পাশের বেড়া খুলে মাটি হওয়া মল ফেলে দেওয়া যাবে বা সার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। প্রয়োজন মত মেরামত করে ল্যাট্রিনটি পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্ব - ৪ ঃ বন্যা আশ্রয় গুলোতে করনীয় জরুরী বিষয় :

বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে অনেক লোককে অল্প জায়গায় ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। এ রকম অবস্থায় মানুষ বিশেষ করে শিশুদের বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে। অনেক সময় অসাবধানতার কারনে মহামারী আকারেও রোগ ছড়াতে পারে। সে জন্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহণকারী প্রতিটি লোককে কিছু স্বাস্থ্য বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নীচে কিছু জরুরী বিষয় উল্লেখ করা হলো:-

১. প্রত্যেককে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট পায়খানায়ই মল ত্যাগ করতে হবে। মল ত্যাগের পর অতিরিক্ত পানি ঢেলে প্যান পরিষ্কার করতে হবে যেন মল জমে না থাকে।
২. শিশুদের মলও সাথে সাথে পরিষ্কার করে পায়খানায় ফেলতে হবে।
৩. পায়খানা করার পর বা শিশূদের মল পরিষ্কার করার পর প্রত্যেককে হাত সাবান বা ছাই দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে।
৪. খাওয়ার পূর্বে হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধূতে হবে।
৫. প্রত্যেককে কেবল মাত্র নিরাপদ পানি পান করতে হবে।
৬. খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে যেন মাছি, পোকা মাকড়, ধূলা-বালি পড়তে না পারে।
৭. সম্ভব হলে গরম খাবার খেতে হবে এবং বাসি পচাঁ খাবার খাওয়া যাবে না।
৮. যেখানে -সেখানে, যত্র-তত্র কাগজ, আবর্জনা, বর্জ্য, পানি ফেলা যাবে না। কেবল মাত্র নির্দিষ্ট, ঝুড়িতে, পাত্রে, ডাষ্টবিনে এবং নর্দমায় ফেলতে হবে।

৯. কাপড় চোপড়, কাঁথা-বালিশ, বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুকিয়ে রাখতে হবে। প্রতিদিন গোসল করতে হবে।

১০. প্রতিটি ঘরে যেন যথেষ্ট পরিমানে আলো বাতাস থাকে তার জন্য দরজা-জানালা খোলা রাখতে হবে।

১১. প্রতিদিন অন্ততঃ তিনবার ঘর ঝাড়ু দিতে হবে এবং ময়লা আবর্জনা নির্দিষ্ট ডাষ্টবিনে বা পাত্রে ফেলতে হবে।

১২. রাত্রে অবশ্যই মশারী ব্যবহার করতে হবে

১৩. আশ্রয় কেন্দ্রের নিয়ম-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

১৪. সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কাজগুলি সহজসাধ্য হবে।